প্রথম আলো

24 JUL 2008

হবিগঞ্জ টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজে বৃত্তির টাকা আত্মসাতের অভিযোগ

হবিগঞ্জ প্রতিনিধি

হবিগঞ্জ টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষার্থীদের বৃত্তি ও প্রশিক্ষণের টাকা এবং ওয়েল্ডিং বিভাগের কাঁচামাল বিক্রি করে প্রায় সাত লাখ টাকা আত্মসাতের অভিযোগ উঠেছে। এসব ঘটনার সঙ্গে কলেজের অধ্যক্ষ মো. আজিজুল ইসলাম ভূঁইয়া ও চারজন কর্মচারী জড়িত বলে অনুসন্ধানে জানা গেছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, প্রতিষ্ঠানটির নবম, দশম, একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের ছয় মাস অন্তর ৬৭৫ টাকা করে বৃত্তি এবং বছরে বাস্তব প্রশিক্ষণ বাবদ আরও ৬০০ টাকা করে দেওয়া হয়। বছর শেষে অনেক ছাত্রছাত্রী তাদের এ টাকা উত্তোলন করে না। এভাবে গত দুই অর্থবছরে ৭২ জন শিক্ষার্থীর ৪৮ হাজার ৩০০ টাকা জমা থাকে কলেজের কার্যালয়ে। অধ্যক্ষ আজিজুল ইসলাম ভূঁইয়া শিক্ষার্থীদের স্বাক্ষর জাল করে ওই টাকা আত্মসাৎ করেন। বিষয়টি জানাজানি হলে ২ জুলাই শিক্ষার্থীরা অধ্যক্ষের কার্যালয়ে সমবেত হয়ে প্রতিবাদ জানায়।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক শিক্ষক জানান, বৃত্তি আসার আগে ধীরেন্দ্রনাথ বৈদ্য নামে এক ছাত্র গত বছর মারা যায়। দেখা গেছে, ওই ছাত্রের টাকা ওঠানো হয়েছে স্বাক্ষর জাল করে।

রুবেল নামের এক ছাত্র জানায়, সে বাস্তবভিত্তিক প্রশিক্ষণের টাকা না পেয়ে অধ্যক্ষকে চ্যালেঞ্জ করলে তার টাকা ফেরত দেওয়া হয়। সে অভিযোগ করে বলে, 'আমি আমার স্বাক্ষরের খাতায় দেখি আগেই স্বাক্ষর হয়ে গেছে।'

কলেজের সাবেক হিসাবরক্ষক মজিবুর রহমান বলেন, তিনি ২০০৭ সালের আগস্ট মাসে হবিগঞ্জ থেকে অন্যত্র বদলি হন। ওই সময় তিনি ৭২ জন শিক্ষার্থীর ৪৮ হাজার ৩০০ টাকা অধ্যক্ষ আজিজুল ইসলামকে বুঝিয়ে দেন।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, কলেজের ওয়েল্ডিং বিভাগের শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য বিভিন্ন ধরনের ধাতব সিট কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। গত ফেব্রুয়ারি মাসে এসব মূল্যবান কাঁচামাল প্রতিষ্ঠানের গুদাম থেকে উধাও হয়ে যায়। এ ব্যাপারে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা প্রতিবাদ জানালে অধ্যক্ষ গত ২৭ ফেব্রুয়ারি তদন্ত কমিটি গঠন করে দেন। এ কমিটি মালামালের মূল্য নির্ধারণ করে প্রায় সাত লাখ টাকা।

তদন্ত কমিটির সদস্য ও শিক্ষক শিশির কুমার ধর বলেন, কমিটি চুরির সঙ্গে জড়িত চারজন কর্মচারীকে শনাক্ত করেছে। এরা হলো ওয়েল্ডিং বিভাগের ক্র্যাফট ইন্সট্রাক্টর মো. নজরুল ইসলাম আবদাল, পিওন মো. ফারুক মিয়া, মো. ফুল মিয়া ও নিরাপত্তারক্ষী মো. হারিছ মিয়া।

অভিযুক্ত হারিছ মিয়া দাবি করে বলেন, 'আমরা এ চুরির সঙ্গে জড়িত নই। অধ্যক্ষের নির্দেশে মালামাল গুদাম থেকে বের করে অন্যত্র বিক্রি করা হয়েছে।'

তদন্ত কমিটির অপর সদস্য ও শিক্ষক মাকসুদুর রহমান বলেন, অভিযুক্ত ব্যক্তিদের ব্যাপারে বিভাগীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের কার্যালয় থেকে নির্দেশ এলেও অধ্যক্ষ কোনো ব্যবস্থা নেননি।

অধ্যক্ষ মো. আজিজুল ইসলাম ভূঁইয়া বলেন, 'আমার বিরুদ্ধে আনা বৃত্তি ও প্রশিক্ষণের টাকা আত্মসাতের অভিযোগ তদন্তে একটি কমিটি গঠন করে দেওয়া হয়েছে। কাজেই এ ব্যাপারে এখন কিছু বলব না।' তবে সরেজমিনে জানা গেছে, অধ্যক্ষ এ ঘটনা তদন্তে কোনো কমিটি গঠন করেননি।

মালামাল চুরির বিষয়ে অধ্যক্ষ বলেন, যারা চুরি করেছে তাদের তদন্তের মাধ্যমে চিহ্নিত করা হয়েছে। এ ঘটনার সঙ্গে তিনি জড়িত নন।